যাকাত

ক্যালকুলেশন ফরম

স্টেপ বাই স্টেপ গাইডলাইন

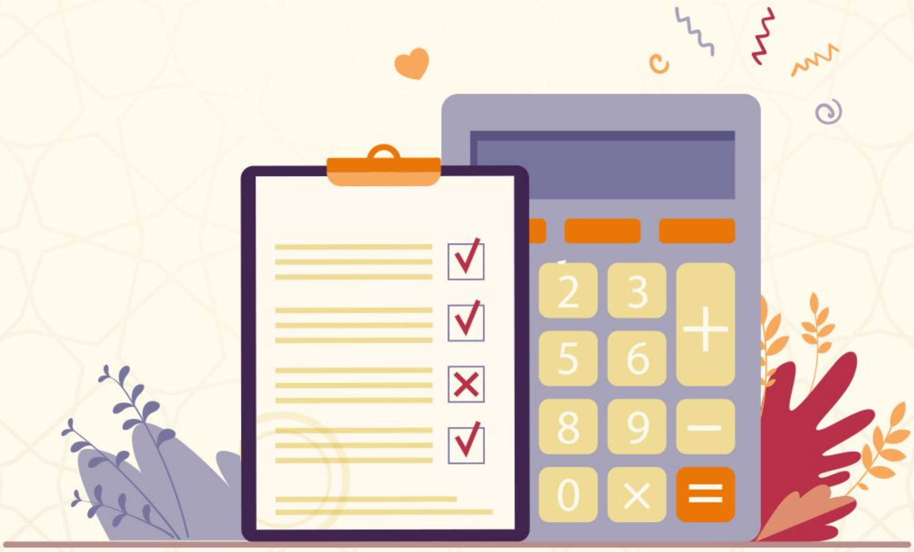

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
উত্তরা, ঢাকা
www.mibd.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পরে সালাত ও যাকাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। কুরআন মজীদে বহু আয়াতে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তা পালন করে তাদের জন্য আখেরাতে অশেষ ছওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি প্রাণ ও সম্পদের পরিশুদ্ধির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। যে ভালো কাজই তোমরা অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন।” (সূরা বাকারা ২ : ১১০)

কুরআন মজীদে সালাত-যাকাতের যে গুরুত্ব তা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সালাত-যাকাত আদায়ে যত্নবান হওয়া ছাড়া আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের প্রশ্নই আসে না। শুধু তাই নয়, যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা তা আদায় করে না তাদের জন্য আছে আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারি।

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“আর আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। যে সম্পদে তারা কার্পণ্য করছে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত।” (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)

বহু হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত আদায় না করার ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টাক মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। (সহীহ বুখারী: ১৪০৩)

কাজেই যাদের উপর যাকাত ফরয তাদের অবশ্যই তা আদায়ে যত্নবান হতে হবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ে মুসলিম ভাইবোনদের সহযোগিতার শুভ কামনা থেকে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ এই 'ফরম'টি প্রস্তুত করেছে। এতে কোন কোন সম্পদে যাকাত দিতে হয়, ধারাবাহিকভাবে যাকাত হিসাব করার সহজ নিয়ম এবং যাকাতের কিছু আধুনিক ও জটিল মাসআলার সহজ সমাধান তুলে ধরা হয়েছে। ফরমটি যদি মুসলিম ভাইবোনের যাকাত আদায়ে সহায়ক হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাকওয়া ও পুণ্যের কাজে পরস্পর সহযোগী হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

জরুরী কিছু মাসআলা

• আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণত যাকাত ফরয হয় চার ধরণের সম্পদে। ১. স্বর্ণ। ২. রূপা। ৩. টাকা-পয়সা। ৪. ব্যবসায়িক সম্পদ। অতএব বাসা-বাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লট, জমি ও গাড়ি ইত্যাদি যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ বিক্রি করার নিয়তে) ক্রয় করে থাকে, তাহলে এর (বর্তমান বিক্রয়) মূল্যের উপর যাকাত ফরয। কারণ এগুলো তখন ব্যবসার পণ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় না করে থাকলে তাতে যাকাত ফরয নয়, যদিও তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় বা ভাড়ায় প্রদানের জন্য হয়।

• কারো মালিকানায় যদি কেবল স্বর্ণ থাকে; আর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমা টাকা, রূপা বা ব্যবসায়িক সম্পদ না থাকে তবে তার মালিকানাধীন স্বর্ণের পরিমাণ ৭.৫ ভরি (তোলা) = ৮৭.৪৮ গ্রাম বা এর বেশি হতে হবে। ৭.৫ ভরি (তোলা) এর কম হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। তেমনি কারো কাছে যদি শুধু রূপা থাকে; বাকি তিন ধরণের সম্পদের কোনটি না থাকে, তাহলে রূপার পরিমাণ ৫২.৫ ভরি (তোলা) = ৬১২.৩৬ গ্রাম হতে হবে। এর কম হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

উল্লেখ্য, সোনা, রূপা বা অন্যান্য সম্পদের উপরোক্ত পরিমাণকে পরিভাষায় 'নেসাব' বলে।

• স্বর্ণ ও রূপা যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ (অর্থাৎ স্বর্ণ ৭.৫ ভরি, আর রূপা ৫২.৫ ভরি) না থাকে, তবে উভয়টি মিলে কিংবা এগুলোর সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমা টাকা বা ব্যবসায়িক সম্পদ মিলে ৫২.৫ ভরি রূপার সমমূল্যের হয়ে যায় তাহলেও তার জন্য উপরে উল্লেখিত পরিমাণ যাকাত ফরয হবে।

• জমা টাকা-পয়সার উপর সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয। তা যে উদ্দেশ্যেই জমা রাখা হোক। অতএব ঘরবাড়ি নির্মাণ, বিয়ে-শাদি বা এধরণের কোন প্রয়োজনের জন্য টাকা জমা করলেও তা যদি এককভাবে বা অন্য সম্পদের সাথে মিলে নেসাব পরিমাণ হয়, এবং বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে এরও যাকাত আদায় করতে হবে। মৌলিক প্রয়োজন অর্থাৎ নিয়মিত (মাসিক) খরচের জন্য থেকে যাওয়া টাকার যাকাত দেওয়া জরুরী নয়।

• যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক হওয়ার সাথে সাথেই যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে যায় না, বরং তখন থেকে এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর যদি উপরে উল্লেখিত পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে তখন তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়।

• যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রত্যেকটির উপর ভিন্নভিন্নভাবে বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। বরং মূল নেসাবের উপর বছর অতিবাহিত হওয়াই যথেষ্ট। তাই (আরবি তারিখ অনুযায়ী) যে দিন বছর পূর্ণ হবে সেদিন নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির মালিকানায় যত যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকবে সমুদয় সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। এর আগের দিনও যদি তার মালিকানায় যাকাতযোগ্য কোন সম্পদ যুক্ত হয়, তবে এরও যাকাত আদায় করতে হবে।

• অন্যের কাছে পাওনা অর্থের উপরও যাকাত ফরয। ঐ ব্যক্তি ঋণ আদায়ে গড়িমসি করলেও যদি তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এরও যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে পাওনাদার চাইলে এখনই এর যাকাত আদায় না করে, টাকা পাওয়ার পর আদায় করতে পারে। সেক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে। আর কোন ক্ষেত্রে যদি ঋণ না পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়, তাহলে এ টাকার যাকাত আদায় করা লাগবে না।

• ডেভেলপমেন্ট ঋণ ও ইনস্টলমেন্টের ভিত্তিতে কিস্তিতে প্রদেয় মেয়াদী ঋণ ছাড়া অন্যান্য সাধারণ ঋণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ করা হবে। ডেভেলপমেন্ট ঋণ ও ইনস্টলমেন্টের ভিত্তিতে কিস্তিতে প্রদেয় মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মাসআলায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। ডেভেলপমেন্ট ঋণ নিয়ে যদি তা যাকাত দেওয়া ফরয নয় এমন সম্পদ ক্রয় বা নির্মাণ ইত্যাদির পেছনে ব্যয় করা হয়, তবে তা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বিয়োগ হবে না। আর ইনস্টলমেন্টের ভিত্তিতে কিস্তিতে প্রদেয় মেয়াদি ঋণের পুরোটাই যাকাত থেকে বিয়োগ হবে না। বরং এ ধরণের ঋণের কেবল এক বছরের কিস্তি যাকাতের সম্পদ থেকে বিয়োগ করা যাবে।

• যাকাতের অর্থ শরিয়তে নির্ধারিত খাতে ব্যক্তিকে মালিক বানানোর পদ্ধতিতে প্রদান করা জরুরী। নতুবা যাকাত আদায় হবে না। তবে মালিক বানানোর বিষয়টি তাকে সরাসরি প্রদানের মাধ্যমেও হতে পারে, আবার তার প্রতিনিধিকে প্রদানের মাধ্যমেও হতে পারে। এমনকি তার অনুমতিক্রমে তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে। এসবই মালিক বানিয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে কাউকে মালিক বানানো ছাড়া জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। এমনকি কাউকে মালিক না বানিয়ে শুধু গরিবদের ভোগ-ব্যবহারের জন্য কোন কিছু দিলেও এর দ্বারা যাকাত আদায় হবে না।

এখানে অবগতির জন্য মৌলিকভাবে কিছু অতি প্রয়োজনীয় মাসআলা উল্লেখ করা হল। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যার উপর যাকাত ফরয, তিনি কোন ফতোয়া বিভাগ বা মুফতি সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে নিজ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খুঁটিনাটি মাসআলা জেনে নিবেন।

আপনার যাকাতের হিসাব বের করার জন্য ধারাবাহিকভাবে নিম্নোল্লেখিত সংশ্লিষ্ট ঘরগুলো যত্নের সাথে পূরণ করুন

ক. যে সকল সম্পদের উপর যাকাত ফরয

স্বর্ণ-রূপা

ক্রমিক	সম্পদের নাম	পরিমাণ	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	টাকা
১	স্বর্ণ (ব্যবহৃত অলংকার হোক বা ব্যবসার পণ্য, অলংকার, বার বা গিনি কয়েন যে আকারেই থাকুক সব প্রকারের স্বর্ণ হিসাবযোগ্য)			
২	রূপা (ব্যবহৃত অলংকার হোক বা ব্যবসার পণ্য এবং অলংকার বা অন্য যে আকারেই থাকুক সব প্রকারের রূপা হিসাবযোগ্য)			

টাকা-পয়সা

ক্রমিক	সম্পদের নাম	বিবরণ	পরিমাণ
১	নগদ টাকা	=	
২	কারো কাছে গচ্ছিত আমানত	=	
৩	অন্যের কাছে পাওনা টাকা (যা পাওয়া নিশ্চিত বা পাওয়ার আশা রয়েছে)	=	
৪	সিকিউরিটি মানি (যা সম্পূর্ণ ফেরতযোগ্য; অ্যাডভান্স হিসেবে প্রদত্ত অফেরতযোগ্য অগ্রীম ভাড়া নয়)	=	
৫	বৈদেশিক মুদ্রা	বর্তমান এক্সচেঞ্জ রেট	
৬	ব্যাংক একাউন্টে জমাকৃত অর্থ (কারেন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, ডিপিএস, এফডিআর ইত্যাদি যাবতীয় অ্যাকাউন্টে জমা অর্থ)	নিজের জমাকৃত ব্যালেন্স (অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট পুরোটাই সদকা করা জরুরী)	
৭	বিশেষ জমা অ্যাকাউন্ট (হজ্ব, বিয়ে ইত্যাদির জন্য)	নিজের জমাকৃত ব্যালেন্স	
৮	স্যালারি অ্যাকাউন্ট	সাধারণ মাসিক খরচের অতিরিক্ত জমা থাকলে সে টাকা	

৯	ব্যাংক গ্যারান্টি মানি	নিজের জমাকৃত ব্যালেন্স (অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট পুরোটাই সদকা করা জরুরী)	
১০	বীমায় জমাকৃত প্রিমিয়াম	নিজের জমাকৃত প্রিমিয়াম (অতিরিক্ত পুরোটাই সদকা করা জরুরী)	
১১	বন্ড, ট্র্যাজারি বিল, সঞ্চয়পত্র	ক্রয় মূল্য (অতিরিক্ত পুরোটাই সদকা করা জরুরী)	
১২	প্রভিডেন্ট ফান্ড (যদি ঐচ্ছিক হয়। বাধ্যতামূলকভাবে কেটে রাখা অংশের যাকাত হস্তগত হওয়ার পর)	নিজের জমাকৃত অর্থ	
১৩	কোম্পানির শেয়ার (কোম্পানি থেকে ডিভিডেন্ড পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত)	ব্যালেন্সশিট দেখে নিজের অংশে বিদ্যমান যাকাতযোগ্য সম্পদ	
১৪	কোম্পানির শেয়ার (ক্যাপিটাল গেইন তথা সেকেন্ডারি মার্কেটে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত)	বর্তমান মার্কেট ভ্যালু	
১৫	সমিতিতে সঞ্চিত নগদ অর্থ	নিজের জমাকৃত ব্যালেন্স	
১৬	ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থ	নিজের অংশে বিদ্যমান যাকাতযোগ্য সম্পদ	
১৭	বিক্রিত পণ্যের বকেয়া মূল্য (যা পাওয়া নিশ্চিত বা পাওয়ার আশা রয়েছে)		
১৮	বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি বিবিধ উৎস থেকে অর্জিত আয়ের সঞ্চিত অর্থ	(যদি উপরের কোনো ঘরে না গিয়ে থাকে)	

ব্যবসায়িক সম্পদ

ক্রমিক	সম্পদের নাম	**বিবরণ**	**পরিমাণ**
১	ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি, প্লট (যা কেনাই হয়েছে বিক্রির নিয়তে)	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	
২	ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট, বাড়ি (যা কেনাই হয়েছে বিক্রির নিয়তে; ভাড়ায় প্রদত্ত ফ্ল্যাট বা বাড়ি নয়)	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	
৩	ব্যবসার গাড়ি (যা কেনাই হয়েছে বিক্রির নিয়তে; ভাড়ায় চালিত গাড়ি নয়)	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	

৪	কোম্পানির বিক্রয়যোগ্য ব্যবসায়িক পণ্য	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	
৫	সকল ব্যবসার বিক্রয়যোগ্য পণ্য	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	
৬	ব্যবসায়িক পণ্য তৈরির মজুদ কাঁচা মাল	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	
৭	ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত পশু-প্রাণী (গরু, ছাগল, মাছ, মুরগি ইত্যাদি)	বর্তমান বিক্রয় মূল্য	
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ =			

খ. যাকাতের সম্পদ থেকে বিয়োগযোগ্য ঋণ

ক্রমিক	ঋণের ধরন	পরিমাণ
১	সাংসারিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণ	
২	ব্যক্তিগত পর্যায়ের সকল ঋণ	
৩	এমন ব্যবসার সকল ঋণ যার উপর নিজের ও সংসারের খরচ নির্ভরশীল	
৪	পেছনের বকেয়া বাড়ি ভাড়া, ইউটিলিটি বিল, ট্যাক্স	
৫	যাকাত-বর্ষের ভেতরের বকেয়া কর্মচারি বেতন-ভাতা	
৬	ব্যবসায়িক লেনদেনের ঋণ (পণ্য ক্রয় বা ভাড়া বাবত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যা পাবে)	
৭	ডেভেলপমেন্ট ঋণের যে অংশ যাকাতযোগ্য সম্পদ ক্রয়ের পেছনে ব্যয় হয়েছে	
৮	ইনস্টলমেন্টের ভিত্তিতে কিস্তিতে প্রদেয় মেয়াদী ঋণের যতটুকু এক বছরে পরিশোধ করতে হবে।	
৯	স্ত্রীর মহর (যদি তা এই যাকাত বর্ষে আদায়ের নিয়ত করে; নতুবা নয়)	
যাকাত থেকে বিয়োগযোগ্য সম্পদের পরিমাণ		

গ. যাকাতের চূড়ান্ত হিসাব

এখন প্রথম তালিকা অনুযায়ী আপনার মোট যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ যা হয়েছে, তা থেকে দ্বিতীয় তালিকা অনুযায়ী বিয়োগযোগ্য মোট ঋণের পরিমাণ বিয়োগ করুন। এরপর অবশিষ্ট সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ তথা ২.৫% যাকাত হিসেবে প্রদান করুন।

মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	
(-) যাকাত থেকে বিয়োগযোগ্য সম্পদ	
= বিয়োগফল	
বিয়োগফল x ০.০২৫	
মোট যাকাত	

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি গ্রন্থ

ঈমানের দাবি

মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ

মুদ্রিত মূল্য: ১৯০ টাকা

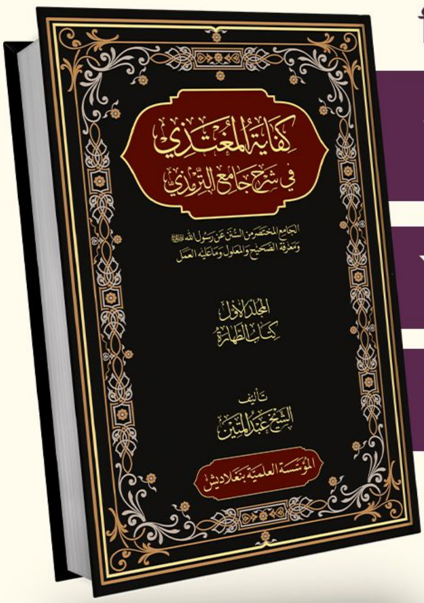

তিরমিযি শরীফের অনবদ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ

কিফায়াতুল মুগতাযি

মাওলানা আব্দুল মতিন

মুদ্রিত মূল্য: ২২০০ টাকা (৪খণ্ড)

অনলাইন অর্ডার পার্টনার

রকমারি.com নিয়ামাহ

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আসলাফ
+880 17473 30779

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান

'মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ' একটি অরাজনৈতিক দীনী গবেষণা ও দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান। সালাফে সালেহীনের আদর্শে উজ্জীবিত, কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও যুগচাহিদা সম্পর্কে সচেতন বিজ্ঞ আলেমদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ১৪৪২ হিজরী সনে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ইলমে ওহীর আলো থেকে দূরে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করা, চিরসত্য ইসলামের সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষার সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করা, ইসলামের উপর আরোপিত অজ্ঞতাসুলভ আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দেওয়া এবং আরবী ভাষায় গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা, হাদীসগ্রন্থসমূহের শাস্ত্রীয় মানসম্পন্ন টীকা-ভাষ্য, অনুবাদ প্রকাশ এবং বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা।

এ ছাড়াও এমন একদল যোগ্য দায়ী আলিম প্রস্তুত করা মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর অন্যতম লক্ষ্য, যারা সমাজের প্রয়োজন ও যুগ-চাহিদা অনুধাবন করে ইসলামের সঠিক বার্তা জাতির সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

আলহামদুলিল্লাহ এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুযায়ী ইতোমধ্যেই সীমিত পরিসরে শিক্ষা ও দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দীনী সচেতনতা বিস্তারের লক্ষ্যে এর উন্মুক্ত দীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক অনলাইনে দীনের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কোর্স, উন্মুক্ত দারসে হাদীস ও অনলাইন মুহাযারা-এর আয়োজন চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় আরবী-বাংলা পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এর রচনা-গবেষণা বিভাগের পদচারণাও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুনঃ mibd.org

ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহর বিস্তৃত অঙ্গনে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর এ পথচলা যাতে নিরবচ্ছিন্ন গতিশীল থাকে, সেজন্য সকলের আন্তরিক দুআ কাম্য।

আল্লাহ তায়ালা মুআসসাসা ইলমিয়্যাহকে কবুল করে নিন এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাব-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিন - আমীন।

আমাদের কার্যক্রমে অনুদান পাঠানোর মাধ্যম

ব্যাংক একাউন্ট

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বিডি
চলতি হিসাব নং ০২৪১৩৩০০২২৬৭২
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তরা শাখা, ঢাকা-১২৩০

বিকাশ, রকেট ও নগদ

+880 1871-746798

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

উত্তরা, ঢাকা

ওয়েবসাইট: www.mibd.org
মোবাইল: +880 18305 40520, +880 16206 09456
ইমেইল: muassasailmiyahbd@gmail.com
ফেসবুক: Facebook.com/MuassasaIlmiyahBD